



১৪-সূরা ইব্রাহীম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আলিফ নাম রা। (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে—

الَّذِينَ كُتِبَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِنَّا نُنْزِلُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا نُنْزِلُكَ فِي سُبْحٍ مُمِيزٍ
إِلَى التَّوْحِيدِ لِذِينَ رَحِمُوا إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ

৩। সেই আল্লাহর (পথে), যাহার অধিকারে আছে আকাশ-সমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই। এবং কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তির কারণে—দুর্ভাগ —।

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يُنْفِرُونَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে। ইহারা ই ঘোরতর দ্রাবিড়ে পড়িয়া রহিয়াছে ।

الَّذِينَ يَسْتَحْيُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

৫। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এই জন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন পথ-দ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় ।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৬। এবং আমরা মুসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম (এই বলিয়া যে), 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিনগুলি স্মরণ করাও।' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, সন্তুষ্ট লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَرِّهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّخَلْقٍ عَابِدٍ مُسْكِرٍ

৭। এবং (সম্মরণ কর) যখন মুসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নেয়ামতকে সম্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিত এবং তোমাদের পুত্রদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

১।
৬

৮। এবং যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া চল তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরও অধিক দান করিব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

৯। এবং মুসা বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ সকল লোক অকৃতজ্ঞতা কর, তথাপি (আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেননা) আল্লাহ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, প্রশংসাজনক।'

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্ব ছিল (যেমন), নূহ, আদ এবং সামুদের জাতি এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল যাহাদিগকে আল্লাহ বাতীত কেহই অবগত নহে? যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জল নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদের পক্ষে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

১১। তাহাদের রসূলগণ বলিয়াছিল, 'তোমাদের) কি সেই আল্লাহ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেম তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন।' তাহারা বলিল, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ বাতীত কিছু নহে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছে তোমরা উহা হইতে আমাদের প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছ। তাহা হইলে তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আন।'

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ①

وَإِذْ تَأْتَتْكُمْ رَبِّكُمْ لَكُمْ شُكْرُكُمْ لَدَيْكُمْ وَلَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ ②

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جِئِمَا فَإِنَّ اللَّهَ لَنَافِي حِينٌ ③

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبِيُّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي الْأَوَاهِمِ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ④

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِ اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ يُؤْتِكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُؤْتِكُمْ مِنْ دُونِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَنْنا كَمَا كَانَ يَصُدُّ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ⑤

১২। তাহাদের রসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের মতই মানুষ বাটে, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এবং ইহা আমাদের আয়ত্বাধীন নহে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ বাতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি। এবং মো'মেনগণকে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত;

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِطَلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কেনইবা আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনিই তো আমাদিগকে আমাদের সঠিক পথ দেখাইয়াছেন? অতএব, তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছে উহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব। বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَدْبَأْتُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلْكِنَا فَاذْكُرُوا الْيَوْمَ النَّهْمَ لَهُمْ هَٰلِكِ الَّذِينَ الْفَالِقِينَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব। ইহা (এই প্রতিশ্রুতি) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার মোকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'

وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী (সত্যের) শত্রু পরাভূত হইল;

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম, এবং তাহাকে অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হইবে।

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ وَيُفَعُّ مِنْ قَائِهِ صُلَيْدٍ ﴿١٧﴾

১৮। সে ইহা অজ্ঞ অজ্ঞ করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না। এবং সর্বস্থান (ও সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে, (তথাপি) সে মরিবে না। এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) ভয়ানক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে।

يَنْجَرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِفَعُهُ وَيَأْتِيهِ النُّوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٨﴾

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্ম সমূহের দষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু

مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرَفِيَهُمْ أَعْيَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ

অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই চরম পর্যায়ের ধর্মস,

وَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَيِّنَاتُ ۚ

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَنَّهُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

২১। এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য (আদৌ) কঠিন নহে।

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তখন দুর্বল লোকেরা ঐ সকল লোকদিগকে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহ্র আশ্রয়ের কিয়দংশ দূর করিতে পার। তাহারা বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পরিচালনের কোন পথ নাই।'

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قُمْنَوْا مِنَّا ۚ وَعَدِيبٌ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِمَّا نُمْنُ فَحِصِّنْ

২৩। এবং যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমিও তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল (আমার দিকে) ডাক দিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার ডাক সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না, বরং নিজদিগকেই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার ফরিয়াদ শুনিতে পারিবে না। তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্র সহিত) শরীক করিয়াছিলে, আমি পূর্বেই তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।'

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২৪। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগান সমূহ দাখিল করানো হইবে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা উহাতে সদা বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) সন্তাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি)।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَزِلُّونَ فِيهَا رَبِّمُ يَعْتَمِدُ ۚ

فِيهَا سَلَامٌ ۝

২৫। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র রক্তের ন্যায় বলিয়া উপমাহরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে ?

২৬। উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭। এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ রক্তের ন্যায়, যাহাকে ভূমির উপর হইতে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

২৮। যাহারা ইমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও; এবং আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথ দ্রষ্ট হইতে দেন। এবং আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

৪
(৬)
১৬

২৯। তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা লক্ষ্য কর নাই, যাহারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। এবং তাহারা তাহাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া গহ্বরে নিপতিত করিয়াছে—

৩০। আহাম্মামে, সেখানে তাহারা জ্বলিতে থাকিবে এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান !

৩১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সমকক্ষ স্থির করিয়াছে যেন তাহারা (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। 'মি বল, তোমরা সাময়িক সুখ-সন্তোষ করিয়া লও, অতঃপর, নিশ্চয় তোমাদিগকে আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

৩২। আমার যে সব বান্দা ইমান আনিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বল যেন তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে নিষেধ দিয়াছিলাম উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে শরচ করে ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকিবে না।

৩৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٦﴾

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَصْرُبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِّلَتْ مِنْ قَوَى الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٨﴾

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٩﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿١٠﴾

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَفَسَّ الْأَقْرَارُ ﴿١١﴾

وَجَعَلُوا لَهُ أندَادًا يُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَوِئَاتُهُمْ إِلَى النَّارِ ﴿١٢﴾

قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يَعْمَلُوا الصَّالَاتِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلُوفٌ ﴿١٣﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

করিয়াছেন এবং তদ্বারা তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ বহু প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি জাহাজসমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন ঐওনি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এইরূপে তিনি নদীসমূহকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

النَّسَاءَ مَاءً فَآخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَابِ ذُرًّا لَكُمْ
وَسَّخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ
وَسَّخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۝

৩৪। এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাগ্নি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَسَّخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَّخَّرَ
لَكُمْ أَيْنَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৫। এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে সব দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই মালেম, অকৃতজ্ঞ।

وَأَشْكُرُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

৩৬। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, ‘হে আমার প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার উপাসনা হইতে দূরে রাখিও ;

وَلَاذِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৩৭। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যৈ আমার অবাধতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا وَنَبِيٌّ مِنَ الْكَافِرِينَ فَتَنَّا
وَأَنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩৮। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তাহারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এইরূপ করিয়া দাও যেন তাহারা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্ক দান কর যেন তাহারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ
الشَّرْبِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

৩৯। হে আমাদের প্রভু! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহর নিকট হইতে কোন বস্তু ভুলনেও গোপন থাকিতে পারে না এবং নভোমণ্ডলেও না;

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَى
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাকে (আমার) বার্বাকো ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সদা দোয়া শ্রবণকারী;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ⑥

৪১। হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর;

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي تُرَبِّعُنَا
وَتَقْبَلَ دُعَائِي ⑦

৪২। হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মো'মেনগণকে ক্ষমা করিও।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ⑧

৪৩। এবং এই যালেমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহকে কখনও গাফেল মনে করিও না। তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যেই দিন (তাহাদের) চক্ষুগুলি (আতঙ্কে) বিস্ফারিত হইবে;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا
يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ⑨

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অহংকরণ সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

مُهْطِعِينَ مُقْنِنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
وَأُمِدَّتْ لُهُمْ هَوَادٍ ⑩

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দোষ স্বল্প কালের জন্য অবকাশ দান কর, আমরা তোমার দাকে সাড়া দিব এবং রসুলগণকে অনুসরণ করিব।' (তিনি বলিবেন,) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিবে না?

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِ
دَعْوَتِكَ وَنَشِيعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ
فِي قَبْلَ مَا لَكُمْ مِنْ زَلَالٍ ⑪

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি বাবহার করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের নিকটে আমরা সকল উপমা (সবিস্তারে) বর্ণনা করিয়াছি।

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَنَبَّيْنَا
لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَعْنَاهُمُ لَكُمْ الْأَمْثَالَ ⑫

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ আল্লাহর নিকট রহিয়াছে। যদিও তাহাদের পরিকল্পনা এমনই হউক না কেন যদ্বারা পাহাড়ও স্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফল-কাম হইবে না)।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ
كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ⑬

৪৮। অতঃপর, তুমি আল্লাহর সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাহার রসনগণের সহিত কৃত নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٨﴾

৫৯। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ সম্বন্ধেও, এবং তাহারা আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহাপ্রতাপশালী।

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَزُورًا ﴿٥٩﴾ وَلِلَّهِ الْوَالِدُ الْفَهَّارُ ﴿٦٠﴾

৫০। এবং সেইদিন তুমি অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে।

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের জামাঙলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত এবং আঙন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে।

سَوَاءٌ لَّهُمْ مِنْ فُطْرَانٍ وَتَقَعُ رُءُوسُهُمُ الْفَارِ ﴿٥١﴾

৫২। (ইহা এই জনা হইবে) যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিদান প্রদান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

يُخَوِّذُ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَيْفَ تَأْكُلُ إِنَّ اللَّهَ سَوِيعٌ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩। ইহা লোকদের জন্য পূর্ণ উপদেশমূলক পয়গাম, এবং (এই জনাও) যেন তাহাদিগকে ইহা দ্বারা (আসন্ন শাস্তি সম্বন্ধে) পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায় এবং তাহারা যেন জানে যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বুদ, এবং (এই জনাও) যে, বৃদ্ধিমান লোক

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ إِلَهًا وَاحِدًا قَلِيلٌ كَرُّ أُولَ الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫] যেন উপদেশ গ্রহণ করে।